সংবাদ

তারিখ 30 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে ভোগান্তি দূর করুন

ভর্তিসংক্রান্ত সব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ / গেজেট / মুক্তিবার্তা (লাল বই) / ভারতীয় তালিকার হার্ডকপি না চেয়ে সফটকপি যাচাইয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন যে নিয়ম তা মানছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ। এক্ষেত্রে তারা আগের মতোই হার্ডকপি যাচাই নির্ভর হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে গত বুধবার সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ থেকে কোটা সংক্রান্ত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোটা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কথা জানানো হয়, যা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের পরিপন্থী।

গত ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জারিকৃত এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে এখন থেকে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ/ গেজেট / মুক্তিবার্তা (লাল বই) / ভারতীয় তালিকা যাচাইপূর্বক (সফটকপি) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান করা যাবে। সে কারণে আপাতত সামরিক সনদ ও গেজেট / প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ / মুক্তিবার্তা (লাল বই) / ভারতীয় তালিকার হার্ডকপি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না।

একে তো প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ, এরপর আবার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা, তা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ এসবের তোয়াক্কা না করে কিভাবে আগের নিয়ম চালু রেখেছে, সেটাই প্রশ্ন। ডিজিটাল এ যুগেও তারা পশ্চাৎপদ ধারা অব্যাহত রেখেছে। এরকম নিয়ম চালু থাকলে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ভর্তি হতে পারবে কিনা সন্দেহ। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় করেছে এক নিয়ম আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালন করছে আরেক নিয়ম। এক দেশে তো দুই নিয়ম চলতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় হলেও তাদের পশ্চাৎপদ নিয়ম-কানুন চালু রাখার কারণে বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় জায়গা করে নিতে পারছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো আর দেশের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান নয় যে সরকার এক নিয়ম করবে আর তারা অন্য নিয়ম পালন করবে। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, দেশের একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও মান্ধাতা আমলের চিন্তাধারায় চলছে।

আমরা চাই, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় যে নিয়ম করেছে, সে নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করুক। পশ্চাৎপদ নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে তারা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুসরণ করুক। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি দূর করতে হলে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে।